দৈনিক খবর

তারিখ 23 JUN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

C60

সিনেট অধিবেশনের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

একজন সিনেট সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকার 'চতুর্থ সহকারী জজ আদালত' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের অধিবেশন মুলতবী রাখার পক্ষে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ফলে উপাচার্যের আহবান সত্ত্বেও গতকাল বুধবার অনুষ্ঠেয় মুলতবী সভা হয়নি।

একই সাথে আদালত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে 'কেন সিনেট সভার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে না'— এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্রজোট এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ডেকেছে।

গতকাল পৌনে তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও নোটিশ পায়। ফলে সাড়ে তিনটা থেকে অনুষ্ঠেয় সিনেটের মুলতবী সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২০শে জুন অনুষ্ঠেয় সিনেটের প্রথম দিনের সভায় জাতীয় সংসদ মনোনীত সংসদ সদস্যা বেগম হাসনা মওদুদের সভায় যোগদানকে কেন্দ্র করে সংঘটিত এক অপ্রীতিকর ঘটনার জের হিসেবে উপাচার্য পরদিন অনুষ্ঠেয় সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করেন এবং সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ বেশ কিছু সদস্যের প্রতিবাদ ও দাবীর প্রেক্ষিতে গত ২১শে জুন উপাচার্য পুনরায় সভা আহবান করেন। কিন্তু গতকাল খিলগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি বদিউজ্জামানের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত এ সভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

২৮ জন সিনেট প্রতিনিধি ও শিক্ষকের বিবৃতি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ জন শিক্ষক ও সিনেট প্রতিনিধি সিনেটের কিছুসংখ্যক সদস্য ও সরকারী মদদে এবং উপাচার্যের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা বন্ধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ বানচালের অপচেষ্টা প্রতিহত করার আহবান জানিয়েছেন।

এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তারা বলেন, গত তিন-চার দিন ধরে 'সিণ্ডিকেটে রেজিস্টার্ড

৩-এর পাতায় দেখুন

সিনেট অধিবেশন অন্যত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশন সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অন্যত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

সিনেট অধিবেশনের ওপর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে।

আবেদনে একজন সংসদ সদস্যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে সিনেট সদস্যদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ভাষায় অবৈধ জাতীয় সংসদের কতিপয় সংসদ সদস্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী অনুদান বন্ধ করার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে এবং আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ করার সরকারী চক্রান্তের প্রতিবাদে সভা ও মিছিল আহবান করেছে।

গতকালের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা জহির উদ্দিন স্বপন ও আবেদ রাজা।

উল্লেখ্য, গতকাল বিকেলে সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে দেখা করে বর্তমান পরিস্থিতি ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের অবহিত করার লক্ষ্যে একটি সাধারণ সভা আহবানের জন্য উপাচার্যের কাছে দাবী জানিয়েছেন। উপাচার্য এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু বলেননি বলেই জানা গেছে।

সংগ্রামী ছাত্রজোট

সংগ্রামী ছাত্রজোট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশন শুরু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষার দাবীতে আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছে।

জোটের এক বিবৃতিতে মন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম ও সংসদ সদস্যদের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ করে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্কে যে মানহানিকর বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করা না হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে।

পাঁচদল

কেন্দ্রীয় পাঁচদল ৬১ জন সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী বন্ধের প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে, এ ধরনের মন্তব্য ও আচরণ তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও সভ্য সমাজে অপাংক্তেয়। ভোটারহীন নির্বাচনে নির্বাচিতদের পদাধিকার বলে কোথাও প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নেই। এ রূঢ় সত্যটি তারা মেনে নিলে অনেক অঘটন থেকে দেশ ও জাতি মুক্তি পাবে।

তা ছাড়াও ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি মোহাম্মদ তাহের উল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জাতীয় ছাত্রলীগ সভাপতি নূরুল ফজল বুলবুল এবং সাধারণ সম্পাদক মহসীন হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘন ও সংসদ সদস্যদের বক্তব্যের নিন্দা করেছেন।

দৈনিক খবর

তারিখ 23 JUN 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রাজুয়েট থেকে ২৫ জন সিনেট সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের বিধি সংশোধনী পাস করানো বন্ধ করতে না পেরে সিনেটের এই চতুর্থ অধিবেশন যাতে না হতে পারে এবং সংশোধনীটি যাতে আইনে পরিণত না হতে পারে সে চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করছেন কতিপয় সরকার অনুগত সিনেট সদস্য। যার ফলে গত ২০শে জুন সিনেট অধিবেশনে একজন সংসদ মনোনীত সদস্যার উপস্থিত হওয়া, ছাত্রদের সাথে দুর্ব্যবহার করে পরিস্থিতি জটিল করা, উপাচার্য, উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ ও সিনেট সদস্যদের প্রতি কটুক্তি, সিণ্ডিকেট সম্পর্কে অশালীন উক্তি এবং পরিবর্তে পুলিশ প্রহরায় বিশ্ববিদ্যালয় অংগন থেকে নাটকীয়ভাবে প্রস্থানের কারণে সৃষ্ট পরিবেশে অধিবেশন চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় সিনেটে উপস্থিত সকল সদস্য উপাচার্যের প্রস্তাবে অধিবেশন পরেরদিন পর্যন্ত মুলতবী রাখতে সম্মত হন।'

বিবৃতিতে বলা হয়, '২১শে জুন সকাল সাড়ে ১১টায় উপাচার্য সকল সিনেট প্রতিনিধি, অনুষদের ডীন ও হলের প্রভোস্টদের সাড়ে ১২টায় তার বাসভবনে এক সভা আহবান করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সকলে উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে, উপাচার্য সরকারী মহলের সাথে আলোচনার জন্য অন্যত্র রয়েছেন। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত উপাচার্য না ফেরায় সভা হবে না বলে জানানো হয়। ঐদিনই সিনেটের মুলতবী সভা শুরুর আধ ঘন্টা আগে জানানো হয়, অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করা হয়েছে। কিন্তু বিকেল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠেয় অধিবেশনে যোগদানের জন্য আগত সিনেট সদস্যরা উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে অবিলম্বে ঐ আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান। উপাচার্য প্রথমে এ অনুরোধ মানতে চাননি।'

সরকারী মহলের চাপের মুখে উপাচার্য অধিবেশন মুলতবী করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে অধিবেশন আহবান করতে চাননি উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, 'শেষ পর্যন্ত রাত আটটায় তিনি

২৮ জন সিনেট প্রতিনিধি

২২শে জুন বিকেল সাড়ে ৩টায় অধিবেশন আহবান করেন। সিনেট সদস্যরা বার বার সকাল দশটায় অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলেও সরকার পক্ষকে সময় দেয়ার উদ্দেশ্যেই হয়তবা বিকেলে অধিবেশন ডাকা হয়। এর আগেই নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে অধিবেশন বন্ধ করা হয়।

বিবৃতিতে এর তীব্র নিন্দা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সিণ্ডিকেট ও সিনেট সদস্য, সকল শিক্ষক, ছাত্র-কর্মচারীসহ সমগ্র দেশবাসীকে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ম আক্তারুজ্জামান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া, কে এ এম সাদউদ্দিন, ডঃ আবদুল খালেক, গোলাম সামদানী কোরায়শী প্রমুখ।

শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সংসদ সদস্য কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তি, সিনেট সভা সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য ও জনৈক সংসদ সদস্যার বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে এবং সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠানের পথে বাধা অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

অধ্যাদেশ সংশোধনের দাবী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটজন সিনেট সদস্য ও একশ' এগার জন সংসদ সদস্য দুটো পৃথক বিবৃতিতে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন ও পরিমার্জনের দাবী জানিয়েছেন এবং বেগম হাসনা মওদুদের লাঞ্ছিত হবার নিন্দা করেছেন।

আটজন সিনেট সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কুচক্রী শিক্ষক মহলটির অশুভ প্রভাব নস্যাৎ করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ত নন এমন শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাতে সিনেট, সিণ্ডিকেট একাডেমিক কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন পরিমার্জন করার জন্য বিবৃতিতে দাবী করা হয়।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন এ কে এম আলী রেজা, এ বি এম জনাব আলী, খন্দকার ফয়জুল ওয়ারা, আয়েত হোসেন মিয়া, কাজী ফারুক আহমেদ, এ কে এম শহীদুল্লাহ, এনায়েত হোসেন মিয়া ও মিয়া লুৎফর রহমান।

সংসদ সদস্য

১১১ জন সংসদ সদস্য এক বিবৃতিতে '৭৩-এর অধ্যাদেশ সংশোধন ও শিক্ষকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা নেই এমন শিক্ষকদের অপসারণসহ পাঁচ দফা দাবী জানিয়ে বলেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত সকল সরকারী অনুদান অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়া উচিত।'

জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি ও পূর্তমন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান, জাতীয় পার্টির ছাত্র ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক গোলাম সরোয়ার মিলন, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান বেগম মমতা ওহাব ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শাখাওয়াত রহমানও পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা করেন।

সিনেট অধিবেশন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রহণের দাবী করেছেন জাতীয় পার্টির ছাত্র ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, প্রাক্তন উপ-মন্ত্রী গোলাম সারোয়ার মিলন।

গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে সংসদ সদস্যা হাসনা মওদুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন, এ হামলা সকল প্রকার শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও নৈতিকতা-বিরোধী।

তিনি বলেন, যতদিন বিশ্ববিদ্যাল এ ধরনের হামলা সৃষ্টিকারী ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসবাদীদের জিম্মায় থাকবে, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে যোগদানকারী সম্মানিত সিনেট সদস্যদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।